সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বুয়েটে অচলাবস্থার নতুন মাত্রা

▸▸ আন্দোলন চালানোর শপথ এক অংশের

▸▸ আলোচনায় বসার আহ্বান আরেক অংশের

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) চলমান অচল অবস্থায় যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। গত কয়েকদিন ধরে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। এমনকি তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শপথ করেন তারা। এদিকে আন্দোলন থেকে ফিরে এসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার জন্য আন্দোলনকারীদের প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আরেকটি অংশ। শনিবার বিকেলে বুয়েট অডিটোরিয়ামের সামনে এক সমাবেশ থেকে তারা এ আহ্বান জানান।

বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য সমাবেশ করে 'বুয়েটের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম'। সমাবেশে তারা আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসার এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুযোগ করে দেয়ার আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ রোববার বুয়েট ক্যাম্পাসে আবারও সমাবেশ করা হবে বলে সমাবেশে ঘোষণা দেয়া হয়। সমাবেশে প্রায় একশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে তাদের ব্যানারে চারটি প্রশ্ন লেখা ছিল। সেগুলো হলো- তদন্তের আগেই দণ্ড কেন? বিচার বিভাগীয় তদন্তে আপত্তি কেন? শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা নয় কেন এবং সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় কী? সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুনাজ্জ আহমেদ নূর, অধ্যাপক আবদুল জব্বার খান, অধ্যাপক মিজানুর রহমান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কামাল আহাম্মদ, শিক্ষার্থী আমিনুল হক পলাশ ও সাব্বির আহমেদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, শিক্ষক সমিতির যে দাবি তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু তার পাল্টা কোন বক্তব্য শিক্ষক সমিতি দিতে পারেনি। এর আগে সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মৌন মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে আন্দোলন চলমান রাখার শপথ নেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় বুয়েটের দুই সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

আন্দোলন : চালানোর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শপথবাক্য পাঠ করান পদত্যাগের পক্ষে আন্দোলনকারী ও বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত সবাই তার সঙ্গে হাত উঁচিয়ে শপথ করেন, 'আমাদের ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিচ্ছি যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বুয়েটকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। এজন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে আমরা প্রস্তুত। বুয়েটকে রক্ষার তাগিদে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা বুয়েট পরিবারের সবার যে ইস্পাত দৃঢ়ঐক্য গড়ে উঠেছে তা আমরা যে কোন মূল্যে রক্ষা করব।'

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বুয়েটের কাউন্সিল ভবনের সামনে থেকে পূর্বঘোষিত মৌন মিছিল শুরু হয়। শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে মিছিলটি বুয়েট শহীদ মিনার ফটক দিয়ে বরশীবাজার হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এতে বুয়েট পরিবারের দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অপসারণের দাবি তোলেন। চলমান আন্দোলনে 'বহিরাগতরা অংশ নিচ্ছে'- এমন 'অপপ্রচারের' প্রতিবাদে শহীদ মিনারের সমাবেশে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শন করেন। সমাবেশ থেকে পুনরায় মৌন মিছিলসহ ক্যাম্পাসে ফিরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তৃতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালিত হচ্ছে সেখানে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন, বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আতাউর রহমান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মো. এহসান প্রমুখ।

সমাবেশে শিক্ষক সমিতি নেতারা তাদের সমস্যা নিরসনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তাদের উদ্দেশে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, আপনাদের কাছে আকুল আবেদন, বুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন। তিনি বলেন, অন্যায়, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। তাদের পদত্যাগ বা অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান বরাবর স্মারকলিপি দিবেন আন্দোলনকারীরা। এ দাবির স্বপক্ষে গতকাল গণস্বাক্ষরতা অভিযান শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, রোববার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মৌন মিছিলসহ রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি দিতে যাবেন। গণস্বাক্ষরসহ এ স্মারকলিপি দেয়া হবে।